কেন আমরা জিহাদ করবো?

[এই লিখনীটি **শহীদ আব্দুল্লাহ আযযাম** (আল্লাহ তা'য়ালা উনাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন) এর লিখিত **"এসো কাফেলা বদ্ধ হই"** নামক কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে]

বন্ধুরা আমার,

আজ মুসলিম জাতির এ করুন পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাতকারী যে কোন মানুষ অতি সহজেই অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, মুসলমানদের এ দূরাবস্থার মূল হচ্ছে জিহাদ ছেড়ে দেয়া, যা হাদীসের ভাষায়দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। পথভ্রষ্ট জালিম শাসকরা আজ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের ঘাড়ের উপর সওয়ার হয়ে বসে আছে। তার প্রকৃত কারণ হল কাফিররা জিহাদ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায়না। আর তাইতো মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেনঃ

"আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, যদিও তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কারো যিম্মাদার নও তথাপিও মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ কর, হয়তবা এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদেরকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি দিবেন, কেননা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সর্ববৃহৎ বিপদদাতা, এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কারী।" (সূরা নিসা, আয়াত ৮৪)

আজ আমরা বিশ্বের সকল মুসলমানদের জিহাদের পথে আহ্বান করছি এবং জিহাদের মাঠে যে তাদেরইআগমনের অপেক্ষা করছি, এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় কারণ এই যে,

১। কুফ্‌রী শাসন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা।

২। যোগ্য লোকের অভাব।

৩। জাহান্নামের আগুনের ভয়।

৪। ফারজিয়্যাত আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৫। সালাফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

৬। সু-দৃঢ় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্ধর্ষ একটি জানবাজ বাহিনী গঠন করা।

৭। পৃথিবীর নিঃস্ব, অসহায়, মজলুমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

৮। শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা লাভের আশায়।

freepdfboi.com

৯। জিহাদ ইজ্জতের রক্ষা কবজ।

১০। জিহাদ প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার শেষ তুনীর।

১১। জিহাদ ধ্বংস যজ্ঞ থেকে রক্ষাকারী এবং পৃথিবীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

১২। শাস্তি থেকে মুক্তির আশা।

১৩। জিহাদ রিযিক অর্জনের পথ।

১৪। জিহাদ ইসলামী স্থাপত্যের শীর্ষ চূড়া।

১৫। জিহাদই সর্বোত্তম ইবাদাত।

১ম কারণঃ কুফরী শাসন ব্যবস্থার মুলোৎপাটন করার জন্যঃ

"ফিৎনা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না পরিপূর্ণভাবে দ্বীন আল্লাহর জন্যেহয়ে যায়, অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল কাজ প্রত্যক্ষকরছেন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৯)

অতএব এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, জিহাদ বন্ধ হয়ে গেলে সকল ক্ষমতা ও নেতৃত্ব কাফিরদের হাতে চলে যায়এবং ফিৎনা ফাসাদের বিস্তার ঘটতে থাকে, যা মূলত শির্ক।

২য় কারনঃ যোগ্য লোকের অভাবঃ

বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসিবত হচ্ছে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষের অভাব যারা দায়িত্বপালনে সক্ষম এবং উম্মাতের পেরেশানী দূরিভূত করতে পারে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, *"মানুষের উদাহরণ হচ্ছে এমন শত কোটি উটের মত যার মধ্যে একটি সওয়ারী পাওয়াও দুষ্কর।"*

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্নিত, একদা তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) দেরকে বললেন যে, "তোমরা সকলেই আকাংখা কর"। অতঃপর, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আকাংখা করলেন, অতঃপর তাঁরা বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন এবার আপনি আকাংখা করুন।" তিনি বললেন আমার আকাংখা যে, "আমার কাছে আবু উবায়দার মত সম্পদে পরিপূর্ণ একটি ঘর হোক।" অর্থাৎ আমিও আবু উবায়দার মত প্রচুর অর্থ সম্পদ ব্যয় করে জিহাদে সাহায্যকারী, গোলামদের মুক্তিকারী এবং সম্পদকে কল্যাণের কাজে ব্যয়কারী হতে চাই।

freepdfboi.com

একদা আমি কুরআনের এক জলসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যে মজমায় বহু দুর থেকে ইজ্জত, বুজুর্গী বরকত ওনিয়ামাতের যমীনের দিকে আগমনকারী কিছু আরব তরুন বসা ছিল। (এখানে আমার উদ্দেশ্য আফগান জিহাদে আগমনকারী আরবগণ)।

আমি সেই সকল তরুণদের চেহারার দিকে লক্ষ্য করলাম এই জন্যে যে, যদি তাদের মাঝে কোন উত্তম তিলাওয়াতকারী থাকে তবে তাকে এ জলসার আমীর বানিয়ে দিব। কিন্তু আমাকে বড়ই পরিতাপের সহিত বলতে হচ্ছে যে, আমি তাদের মাঝে এমন একজনও পাইনি। এমতাবস্থায় আমি আর একথা না বলে পারছিনাযে, আমরা আমাদের জাতির সাথে ইনসাফ করিনি। একথাটি নাবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সময় বলেছিলেন, যখন তার চোখের সামনে সাতজন সাহাবী শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করে শাহীদ হন।

আমাদের ছাত্র সমাজ ও মুবাল্লিগীনের পক্ষ হতে এ পথের দিকে আগমনের ঐ রকম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি, যেমনটি আমরা তাদের ঈমান ও আখলাক থেকে আশা করেছিলাম্ বরং এদের মাঝে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেক আবেগের অশ্বারোহীদেরকে এমন পরামর্শ দিতে দেখা গেছে যে, তারা যেন তাদের নিজেদের শহরেই অপেক্ষা করতে থাকে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, নিজ শহরে তারা জালিম শাসকের বিরুদ্ধে ওষ্ঠদ্বয় নেড়ে একটি কথা বের করতেও সক্ষম নয়। তাছাড়া তাদের মধ্যে কেউ কেউ বোকার মত নাজেনে একতরফা প্রচার করছে যে, আফগানিস্তানে মানুষের প্রয়োজন নেই বরং প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মালের (অর্থ-কড়ির)। আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের আফগান অতিবাহিত দিন ও রাত্রি সমূহের শপথ করে বলছিযে, আমি আফগানিস্তানে যতটা সম্পদের সংকট পেয়েছি তারচেয়ে বহুগুন বেশী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি যোগ্য কর্মীর আর মুবাল্লীগের প্রয়োজনীয়তা তো অপরিসীম। হ্যাঁ আমি একথা বলছি যে, এমন সংকটময় অবস্থায় মুজাহিদীনদের মাঝে আমি সুদীর্ঘ ছয়টি বছর অতিবাহিত করার পর এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার কথা যদি আপনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে আসুন আফগানিস্তানের পাহাড়ী উপত্যকায় একবার ঘুরে দেখে যান।

সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে, এমনও এলাকা রয়েছে যেখানে হন্যে হয়ে খোঁজার পরও সুন্দর ভাবেকুরআন তিলাওয়াতকারী একজন লোকেরও সন্ধান পাওয়া যাবে না।

চলুন আমার সাথে অন্য এলাকাতে, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে ঐ বিশাল এলাকাতে একজন লোকও জানাজার নামাজ পড়াতে জানেনা এবং আফগান মুজাহিদীনগন জানাজার নামাজ পড়াতে সক্ষম এমনএকজন আলিমের সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরছে। আবার কখনো নিজেদের কাঁধে শাহীদদের লাশ উঠিয়ে মাইলকে মাইল সফর করতে বাধ্য হচ্ছে।

অনুরূপভাবে জিহাদের ফিকহি আহকাম, যার দ্বারা গনিমতের মাল বন্টন, বন্দিদের সাথে আচার ব্যবহার ইত্যাদি ছাড়াও এরকম অসংখ্য বিষয়ে শারীয়াতের বিধানাবলী স্পষ্ট না জানার কারণে মুজাহিদীনগন দূর-দূরান্তের উলামায়ে কিরামদের সাথে সম্পর্কে স্থাপনে বাধ্য হচ্ছে। যেন তারা এ বিধানাবলী জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে।

freepdfboi.com

এবং সেখানে সহজ, সরল নম্র-ভদ্র, ধৈর্য্যশীল, ধর্ম ভীরু, সাধাসিধে জিহাদী চেতনা সম্পন্ন আরব তরুনদের সাক্ষাত মিলছে। তারা নিজ নিজ ফ্রন্টে এমন বিচক্ষণতা ও দূর-দর্শিতার প্রমাণ পেশ করছেন যা কিনা উচ্চশিক্ষিতদের থেকেও পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। অথচ তাদের অনেকেই শুধুমাত্র মেট্রিক পাশ ছিলেন।

আমার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্বেও এখানে স্বল্পপরিসরে সকল ঘটনা উল্লেখ করতে সক্ষম নই আর এটা সম্ভবও নয়। আমি শুধুমাত্র উপমা স্বরূপ আব্দুল্লাহ, আনাছ, আবু দাজানা, আবু আছিম, আবু তাহির এ সকল মুজাহীদগনের নাম উল্লেখ করব। আর যদি আপনাদের আবু শোয়াইব উম্মীউল আরাবী সম্পর্কে ঐ সকল ঘটনাবলি জানাই যা পাগমানের ইতিহাসের সোঁনালী অধ্যায়ে খোদিত থাকবে চিরকাল; তবে আপনি পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে যাবেন এবং আপনার পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের কার্য বন্ধ হয়ে যাবে। এ ঘটনা যদি আপনি দাড়িয়ে শুনেনতবে দাড়িয়েই থাকবেন আর যদি বসে শুনেন তবে বসেই থাকবেন, যা শুনে আপনার বাক শক্তি হারিয়ে যাবে, তথাপিও আপনাদের কিংকর্তব্যবিমূড়তার সমাপ্তি ঘটবেনা।

আমাদের আজও ঐ সকল ভাইদের নিকট অনেক আশা-ভরসা, যারা অদ্যবধি সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাননি এবং স্বীয় গর্দান থেকে গোলামীর জিঞ্জির খুলে ছুড়ে মারতে পারিননি যারা ধোঁকাবাজ পাশ্চাত্য আক্রমণের কারণে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় চাপে জর্জরিত।

ঐ সকল ভাইদের কাছে আমার এটুকুই আকুতি যে, যদি তারা পরিবারিক ও সামাজিকতার শিকল ভেঙ্গে আমাদের দিকে আসতে না পারেন তবে তারা অবশ্যই যেন আমাদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেন। হে আল্লাহ যে পবিত্র ভূমিতে শাহীদদের আত্মা উড়তে থাকে, দৌড়-ঝাপ ও সাতাঁর কাটতে থাকে, তাদের তুমি স্বশরীরে সেই পবিত্র ভুমিতে উপস্থিত করে দাও।

কোন একদিন আমি কাজী মজলুমকে বললাম যে, আমাদেরকে ক্বারী আছিমের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করে শুনান, তিনি আপনাদের মধ্য হতে সবেমাত্র শাহীদ হয়েছেন।

কাজী মজলুম বলতে শুরু করলেন। আমি প্রভাব-প্রতিপত্তি, গাম্ভীর্যতা, দৃঢ়তা ও দুঃসাহসীকতায় এমন দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষ্যৎ পাইনি, যার প্রভাবের কারণে আমাদের কেহ তার সাথে কথা বলতেও সাহস করত না এবংতার সামনে কেহ পা মেলে বসারও হিম্মত করত না, আর ঠাট্রা-মস্করা তো দূরের কথা।

বন্ধু আমার, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি উক্তি করব, যিনি হচ্ছেন অগাধ শ্রদ্ধার পাত্র। আকাশচুম্বি সম্মানী ওকর্মঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধুমাত্র মেট্রিক পাশ ছিলেন। তাঁর বয়স ২৩ বছর ছিল এবং তিনি শুধু কুরআনে হাফিজ ছিলেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ও ঘোলাটে হয়ে গেছে, তাই আমাদেরকে ক্বারী আছিমের মত দৃঢ়চেতা ঈমানের অধিকারী হতে হবে। হতে হবে নির্ভিক বাহাদুর। তবেই আমরা অর্জন করব ব্যাপক কার্যক্ষমতা,তবেই আমরা সক্ষম হব মুসলমানদের বড় বড় সমস্যসমূহ সমাধানে।

freepdfboi.com

৩য় কারণঃ জাহান্নামের আগুনের ভয়ঃ

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,**"যদি তোমরা জিহাদের জন্যে বের না হও তবে তিনি তোমাদেরকে বেদনা দায়ক শাস্তি দিবেনএবং তোমাদের স্থলে অন্য একটি জাতিকে অধিষ্ঠিত করবেন আর তোমরা তার কোন ক্ষতিইকরতে পাবেনা, আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা তাওবা আয়াত ৩৯)**

ইবনু আরাবী বলেন, বেদনাদায়ক শাস্তি হিসেবে দুনিয়াতে এমন করা হবে যে, মুসলমানদের শত্রুকে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং পরকালে জিহাদের হুকুম অমান্যকারীদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। তাফসীরে কুরতুবী খঃ ৮, ১৪২ পৃষ্ঠায় ইমাম কুরতুবী বলেন, এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে, কোন কোন সময় কুফুরী শক্তির বাহুবল ও অর্থবল এত বেশী হবে যে, সে অবস্থায় "নফীরে আম" ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, **"যখন ফিরিশতা তাদের আত্মাকে কব্জা করবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেদের উপরঅত্যাচার করছে তখন তিনি তাদের প্রশ্ন করবেন যে, তোমরা কোথায় ছিলে? জবাবে তারাবলবে আমরা পৃথিবীতে অসহায় এবং মজলুম ছিলাম। তখন তিনি বলবেন আল্লাহর যমীন কিপ্রশস্ত ছিল না যে তুমি সেখানে হিযরত করবে। ইহারাই সেই লোক যাদের ঠিকানা হবেজাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে। কিন্তু পুরুষ ও নারী এবং বাচ্চাদের মধ্যে প্রকৃত অবস্থায় যারাকোন অবলম্বন তৈরীতে অক্ষম এবং মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায়না, হতে পারে আল্লাহ তা'আলাতাদের ক্ষমা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা আয়াত৯৭-৯৯)**

ইমাম বুখারী (রহীমাহুল্লাহ) ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সনদে বর্ণনা করেন যে, *"আমাকে হযরত আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যামানায় কিছুসংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের বস্তিতে বসবাস করতেন। ফলে মুশরিকদের সংখ্যাধিক্য মনে হচ্ছিল। সূতরাং মুসলমানগণ যখন তীর ছুড়ত তখন মুশরিকদের মাঝে অবস্থানরত মুসলমানদের গায়ে বিধত ফলে তারা আহত হয়ে অভিশপ্ত মৃত্যু মুখে লুটে পরত।"*

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ন করেন, ফিরিশতা তাদের রূহ কব্জা করার সময় ঐ সকল লোক নিজেদের উপর জুলুমরত ছিল। এমনিভাবে কতিপয় মু'মীন যারা মক্কাতে অবস্থান করছিল অথচ তারা দ্বীনের উপর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠত ছিল, কিন্তু তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে হিজরত করেনি। ফলে বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের ভয়ে ও লজ্জায় তারা মাঠে বেরিয়ে আসে। এতে কাফিরদের দলের সংখ্যাভারী হয়ে যায়। অতঃপর যুদ্ধে মুসলমানদের আঘাতে তাদের মধ্য হতে যারা মারা যায় বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী তারা জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে। নিঃস্ব অসহায়দের এ পরিণতি জানার পর তাদের সম্পর্কে এখন আপনার মতামত কি? যারা নামে মাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে কাফিরদের অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করছেন এবং চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্টমত মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। যারা নিজেদের ইজ্জত, সম্মান ও সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ও হাত উদ্যতকারীর হাতকে ফিরিয়ে দিতে বা গুড়িয়ে দিতে পারেনা। এমনকি তাদের ঐ শক্তিও নেই যে, তাদেরকে যদি শাসক গোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের জন্য নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত "দাড়ি" কে কর্তন করতে বলে, তবে তারা তাদের

freepdfboi.com

মনোরঞ্জনের খাতিরে তা করতে বাধ্য অন্যথায় দাড়ি রাখার মাধ্যমে ইসলামের সাথে তার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করার কারনে শাসকরা তাদের শত্রুতে পরিনত হবে। শুধু তাই নয় তাদের অবস্থা এর চেয়েও আরো অধিকতর লাজুক তারা যদি শরীয়তের বিধানানুযায়ী নিজেদের স্ত্রীদের পোষাককে লম্বা করতে চায় এতেও তারা অক্ষম, কেননা এটাও তাদের দেশে এক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, যে অপরাধের কারণে তাদেরকে উল্টো করে লটকানো হয়। এছাড়াও তাদেরকে আরো বিভিন্ন রকমের শাস্তি প্রদান করা হয়। তাদের করুন পরিনতির এটাও একটি অংশ যে, তারা আল্লাহর ঘরে বসে তিনজন যুবককে একসাথে কুরআন শিক্ষা দিতে পারে না। কেননা তাদের দেশে এটা অবৈধ সমাবেশ, যা কিনা অমার্জনীর অপরাধ। এমন কি কিছু সংখ্যক ইসলামী রাষ্ট্রেও তারা নিজেদের স্ত্রীদের কেশ আবৃত করে রাখতে পারে না। আর না পারে সেই ইন্টেলিজেন্সের কুকুরগুলোকে নিজেদের অবলা যুবতী নারীর হাত ধরে নিয়ে যেতে বাধা দিতে। ধরনী আধারের চাদর মুড়ি দেওয়ার সাথে সাথে তাকে যেখানে খুশি সেখানে বল-পূর্বক টেনে হিঁছড়ে নিয়ে যায়। এ বেচারী হৃদয়ে মাজলূমিয়্যাতের পূর্বাকৃতি অংকন করা ও তার বাস্তবতার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। বিষয়টি যদি কোন লোক সুস্থ মস্তিস্কে চিন্তা করেন, তবে যথার্থই উপলব্ধি করতে পাবেন যে, এটা কেমন নিঃস্বতা?

তারা কি আল্লাহদ্রোহী শাসকদের কর্তৃক পরিচালিত কোন বিধানকে পালন করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে? এমন আদেশ যা শুধুমাত্র স্বৈরাচারী শাসকদের মানুষ কামনা চরিতার্থ করতেই বলা হয়েছে। লাখ লাখ লোক কি এমনতর অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে না? এমতাবস্থায় ফিরিশতারা যদি তাদের আত্মা কব্জা করে নেয় তবে প্রমাণিত হবে যে এরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচারী। ঐ সকল লোকদের একটু ভাবা উচিৎ যখন ফিরিশতা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, “তোমরা কোথায় ছিলে”? তখন তাদের উত্তর কি হবে? তখন তারা বলবে আমারা পৃথিবীতে নিঃস্ব, অসহায় ও অনাথ ছিলাম”। তাদের জেনে রাখা উচিৎ, দুর্বলতা আল্লাহর নিকট গ্রহনযোগ্য কোন উজর নয়। বরং এটা এমনই এক অপরাধ, যার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ শুধু ঐ সকল মানুষকে অক্ষম ও অপারগ স্বীকৃতি দিয়েছেন, যারা বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন অথবা অবুঝ শিশু এবং নারী। কেননা এ সকল মানুষ মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায় না এবং সম্মানের পবিত্র ভূমির পথও চিনেনা। যারা না পারে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করতে আর না পারে জিহাদী কাফিলার সাথে সঙ্গ দিতে। আমি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে বলছি যে, জিহাদ এবং জিহাদের দিকে হিজরত মূলত এই মুদ্রার এপিঠওপিঠ যার মধ্য হতে কোন অংশকে ধর্মের মৌলিকতা থেকে পৃথক করা যায় না। যে ধর্মের মধ্যে জিহাদ নেই বাস্তবে সে ধর্ম না পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে আর না ধর্মের পুস্পমালা প্রস্ফুটিত করতে পারে। **বরং জিহাদই হচ্ছে ধর্মের মূল শক্তি।**

বিশ্ব স্রষ্টার কাছে যার মূল্যায়ন আছে অর্থাৎ জিহাদকে শুধু মাত্র ইসলামপ্রচার কালের প্রয়োজনীয়তা মনে করার কোনই অবকাশ নেই। বরং জিহাদ ঐ কাফেলার সার্বোক্ষণিক প্রয়োজনীয় উপাদান যারা ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্যার্জনে সদা তৎপর। উস্তাদ শাহীদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহীমাহুল্লাহ) তাফসির ফি যিলালিল কুরআন এর দ্বিতীয় খন্ডের ৭৪২ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের তাফসীরে লিখেন। জিহাদ যদি উম্মাতে মুসলিমার জীবনে আকস্মিক কোন প্রয়োজন হত তবে কুরআনুল কারীমের প্রতি পারাতে এত ব্যাপক হারে আলোচনা করা হত না। সুতরাং তাকে আকস্মিক প্রয়োজন কিভাবে সাব্যস্ত করা যেতে পারে?

freepdfboi.com

বিশেষ করে যেখানে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন উৎসাহ উদ্দীপনা ও সন্তুষ্ট চিত্তে একাজ আঞ্জাম দেয়ার মাধ্যমে। যদি জিহাদ কোন পর্যায়ে আকস্মিক প্রয়োজনই হত, তবে নাবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামাত অবধি আহূত সকল মুসলমানের জন্য এ অসিয়ত রেখে যেতেন না। যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন যুদ্ধ করেনি এবং কখনো যুদ্ধের কল্পনাও করেনি, এমতাবস্থায় সে যদি মারা যায়তবে সে মুনাফিকের ন্যায় মৃত্যু বরণ করল। আল্লাহ তা'আলা খুব ভাল করেই জানতেই যে, জিহাদের এ বিধান রাজা বাদশাহদের নিকট অপছন্দ হবে, এবং ক্ষমতাধর শাসকরা এ বিধানের বিরোধীতা করবে। কেননা এ পদ্ধতি ও রীতি নীতি তাদের নিয়ম নীতিথেকে ভিন্ন। এবং এ পদ্ধতি শুধু বর্তমানকালে নয় বরং এটা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে মুসলিম জাতির সকল প্রজন্মে এবং প্রত্যেক যুগেও ভিন্নই ছিল। এবং ভবিষ্যতেও তাদের থেকে ভিন্ন ও তাদের বিরোধীই থাকবে। মহা কৌশুলী ও মহা জ্ঞানী আল্লাহপাক একথা খুব ভালো করেই জানতেন যে, কুচরিত্রদের নিকট থেকে ভালোও ন্যায় নীতির আশা করা বাতুলতা বৈ কিছুই নয়। কেননা তারা কল্যাণের চারা গাছকে এভাবে হেলে দুলেবড় হতে ও সজীব হতে দেখে ঈর্ষান্বিত হয়। শুধু তাই নয় বরং কল্যাণের বীজ বৃদ্ধি পাওয়াই দুষ্টদের অস্তিত্বের জন্যে বিপদের কারণ। এমনি ভাবে একক ভাবে সত্যর অস্তিত্বও বাতিলের জন্যে বিপদ সংকেত। যেমন পৃথিবীতে শান্তি শৃংখলা ঠিক রাখার জন্যে এটা একান্ত প্রয়োজন যে প্রত্যেক দুষ্টই সত্যের শক্তির সম্মুখে নতশীর হবে। তেমনি ভাবে বাতিলের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে সত্যকে পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে দেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করাও সত্য।

এটা চির বাস্তব কথা
এটা সাময়িক চিত্র নয়
এটা জন্মগত সমস্যা
এটা ক্ষনস্থায়ী সমস্যা নয়।

অবস্থা যদি এমনি হয়ে থাকে তবে জিহাদের প্রয়োজনীয়তাও সু-স্পষ্ট। এবং এটাও দ্রুত সত্য যে, ধর্মের অস্তীত্বরক্ষা করতে হলে জিহাদের এ শ্রোতধারাকে সর্বাবস্থায় সর্বকালে অব্যাহত রাখতে হবে। সুতরাং সশস্ত্র শত্রুর মুকাবেলায় জিহাদ করার জন্যে এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পঙ্গপালের ন্যায় ছুটে আসা বাহিনীর মুকাবেলা করার জন্যে হক্কের তরবারীকেও আরো চকচকে উজ্জল হতে হবে। অন্যথায় একাজ আত্মহত্যায় পরিণত হবে। এবং তা এমন এক ঠাট্রা হবে যা মু'মিনের মহা চরিত্রের সাথে সোভা পায় না।

আমি শত্রুকে কেন দিব উত্তম উপাধি
যদি সে হয়ে থাকে আমার উপর জুলুমকারী
আমার করনীয় হচ্ছে সর্বদা হুশিয়ারী
তার করনীয় জুলুম বিনে আর কি?...

freepdfboi.com

৪র্থ কারণ: ফরজিয়্যাত আদায়ের লক্ষ্য যে আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে সাড়া দেয়া

আল্লাহ তা"য়ালা ইরশাদ করেন,"বের হও আল্লাহর পথে, হালকা হও অথবা ভারী হও এবং জিহাদ কর নিজের জীবন ও সম্পদের মাধ্যমে, যদিতোমরা জানতে যে একথা তোমাদের জন্য কতই না উপকারী।" (সূরা আত-তাওবা আয়াত ৪১)।

বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে কুরতুবীর ৮ম খন্ডের ১৫ পৃষ্টায় এআয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে দশজন বিখ্যাত মুফাসসিরের দশটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপঃ-

১। ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেন, এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "যুবক এবং বৃদ্ধ"।

২। ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) এবং কাতাদাহ (রমীমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের দ্বারাসতর্ক এবং অসতর্ক লোকদের বুঝানো হয়েছে।

৩। মুজাহিদ (রহীমাহুল্লাহ) এ দুই শব্দের (হালকা ও ভারী) তরজমা এভাবে করেছেন যে অর্থাৎ সম্পদশালী(যার জীবন যাপন করা সহজতর) অর্থাৎ ফকীর মিসকীন (যার উপর জীবন যাপন করা কষ্ট সাধ্যব্যাপার)।

৪। শাইখ হাসান বলেন অর্থাৎ যুবক অথবা বৃদ্ধ।

৫। যায়েদ ইবনু আলী এবং হাসান ইবনু উতায়াবা বলেন যে, এ আয়াতে দ্বারা "ব্যস্ত" এবং "অবসর"মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

৬। ইবনু যায়েদ (ভারী) কে মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি এমন কাজ করেন যা ছেড়ে দেয়া তার জন্যে কষ্টকরব্যপার। এবং (হালকা) কে মনে করেন, যে ব্যক্তি কোন কাজই করে না।

৭। যায়েদ ইবনু আসলাম (ভারী) কে মনে করেন, "যার সংসার" আছে আর (হালকা) কে মনে করেন "যারসংসার নেই"।

৮। ইমাম আওযায়ী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন হচ্ছে লড়াইকারী "পদাতিক সিপাহী" আর হচ্ছে "অশ্বারোহী"।

৯। অন্য এক তাফসীরে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঐ সকল লোক যারা যুদ্ধে সর্ব প্রথমবের হয় অর্থাৎসেনাবাহিনীর "অগ্রগামী দল" আর হচ্ছে "সৈন্যের বাকী অংশ"।

১০। ইমাম নাক্কাশ (রহীমাহুল্লাহ) (হালকা) এর তরজমা করেছেন "বাহাদূর" এবং (ভারী) এর তরজমাকরেছেন "ভীতু"।

freepdfboi.com

মোট কথা এ আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলিম জাতিকে এ আদেশ করেছেন যে, বের হও....... চাই বাহির হওয়া তোমাদের জন্যে কঠিন হোক অথবা সহজ হোক, সর্বাবস্থায় বের হও"।

একদিন হযরত উম্মে মাকতুম (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে জানতে চাইলেন যে, "আমার উপরও কি জিহাদে বের হওয়া ফরজ"? জবাবে রাসুলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ন করেন। এ আদেশের মাধ্যমে অন্ধদের অন্তরে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তাদের এ অক্ষমতাকে মেনে নেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে এ হুকুম থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

এ আলোচনা শুধুমাত্র হালকা এবং ভারীর উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন বিবেকবান ও চৌকসলোকের এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আফগানিস্তান, ফিলিস্থিন এবং পৃথিবীর ঐ সকলমুসলিম জনপদের নির্যাতনের ষ্টীম রোলারে নিস্পেশিত মজলুম মুসলমানদের উপর এ আয়াত প্রকাশ্যঘোষণা। এবং এ আয়াতের বিধান আমাদের সকলের উপরেও আরোপিত হয়েছে। এতে হালকা অথবা ভারীউভয় অবস্থায় বের হওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

একথার উপর পৃথিবীর সকল মুফসসিরীন, মুহাদ্দেসীন, ফোকাহায়ে কেরাম এবং সকল নীতিনির্ধারকগণের ঐক্যমত যে, শত্রু যদি ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এলাকাতে আক্রমন করে বসে, যে এলাকা কোন একদিন দারুল ইসলাম ছিল, তবে সেই আক্রান্ত রাষ্ট্রের মুসলমানদের করণীয় হল শত্রুর মুকাবেলা করা রজন্যে আল্লাহর পথে সর্বস্ব নিয়ে বেরিয়ে পরা। আর যদি তারা অলসতা বসত হাত-পা ঘুটিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং শত্রুকে প্রতিরোধ করতে না পারে, তবে এ ফরজ হুকুম পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীর উপর স্থানান্তরিত হয়। তারাও যদি শত্রুকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয় তবে এ বিধান তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের উপর আরোপিত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। আর পরিস্থিতি যখন ঐ পর্যন্ত পৌঁছায় তখন নামাজ রোযার মত জিহাদকেও ত্যাগ করার কোন অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ তখন ছেলে-পিতার অনুমতি ব্যতীত, ঋণী- ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং গোলাম নিজের মালিকের অনুমতি ব্যতীতই জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়।

এ ফরজ হুকুম ততদিন পর্যন্ত জারি থাকবে যতদিন না ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা ও সকল কুফরীশক্তির অক্টোপাস থেকে মুক্তি পাবে।

আমি অদ্যবধি (আমার শিক্ষা জীবনের স্বল্প পরিসরে) ফেকাহ, হাদীস, তাফসীরের এমন কোন কিতাব দেখিনি, যে কিতাবে জিহাদ ফারজে আইন অবস্থায় জিহাদে শরীক হওয়ার ব্যাপারে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রকিংবা মালিকের অনুমতির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

জিহাদ ফারজে আইন হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের গর্দান থেকে এর গোনাহ সেই সময় পর্যন্ত দূর হয় না, যতদিন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের এক ইঞ্চি জমিও কাফিরদের কব্জায় থাকবে। তবে হ্যাঁ, এ গোনাহ হতে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি মুক্ত থাকবে যে ইখলাছের সাথে উক্ত জিহাদে অংশগ্রহন করেছে।

freepdfboi.com

সুতরাং আজ যে ব্যক্তি জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথবা জিহাদ করে আবার তা ছেড়ে দিয়েছে তার অবস্থা ঐ লোকের মত যে কোন উজর ব্যতীতই রমজান মাসের রোজা ছেড়ে দিল কিংবা যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করল। বরং জিহাদ ত্যাগকারীর গোনাহ এর চেয়ে আরো অনেক গুন বেশী।

এমনকি আল্লামা ইবনু তাইমিয়া (রহীমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে,

দ্বীন দুনিয়াকে তছনছ করার জন্যে আক্রমনকারী শত্রুর মুকাবেলা করা ঈমান আনার পর সর্ব প্রথম ওয়াজীব (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য)। এর চেয়ে বড় আর কোন ফরজ ও ওয়াজিব হুকুম নেই।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর বাণীও আমাদের জন্যে আলোকবর্তিকা স্বরুপ। তিনি এর বিধান পাঠান্তে বলেনঃ যুবক হও অথবা বৃদ্ধ হও আল্লাহ কারো কোন উজর কবুল করবেন না।

অতঃপর তিনি তার ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আমার ছেলেরা! আমাকে প্রস্তুত করে দাও। ছেলে তাকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন আপনি নাবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জীবদ্দশায় তার সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছেন, অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক (রাদিআল্লাহু আনহু) এর যামানায়ও তার সাথে জিহাদ করেছেন, তারপর হযরত উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর যামানায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদে শরীক ছিলেন, এখন আপনি জিহাদের উপযুক্ত নন বরং এখন আমরা ইনশাআল্লাহ আপনার স্থলে জিহাদে অংশ গ্রহন করতে প্রস্তুত, এ নিয়ে আপনার পেরেশান হওয়ার কি প্রয়োজন?

জবাবে আবু তালহা (রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন, না! না! আমাকে প্রস্তুত কর। অতঃপর তিনি প্রস্তুত হলেন এবং মুজাহিদদের এক নৌ-কাফেলার সাথে মিলিত হলেন। এবং সফরকালিন অবস্থায় সমুদ্রেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। তখন তাঁর সাথীরা তাকে দাফন করার জন্য দীর্ঘ সাতদিন পর্যন্ত খুঁজেও কোন দ্বীপ এর সন্ধান পেলেন না। অতঃপর সাতদিন পর যখন তাকে কোন দ্বীপে দাফন করা হয় তখনও তাঁর শরীর পূর্বের মতই তরতাজা ছিল, এর মাঝে কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধিত হয় নি।

ইমাম কুরতুবী (রহীমাহুল্লাহ) তার ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাফসিরে কুরতুবীর অষ্টম খন্ডের ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, মুসলিম অধ্যুসিত রাষ্ট্রের কোন এলাকা বা অঞ্চলের কোন ভবনে শত্রুরা যদি নামমাত্রও আঘাত হানে তবে সেই অঞ্চলের সকল অধিবাসীর উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। এবং তাদের অপারগতায় এলাকার লোকদের উপরও জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাদের কর্তব্য যে হালকা হোক বা ভারী হোক, যুবক হোক অথবা বৃদ্ধ হোক, প্রত্যেকে যার যার শক্তি নিয়ে বের হবে। যাদের পিতা মাতা জীবিত নেই তারাও বের হবে, আর যাদের পিতামাতা বেঁচে আছেন অনুমতির অপেক্ষা না করে তারাও আল্লাহর পথে বেরিয়ে আসবে। বের হতে সক্ষম এমন লোক যেন পিছনে পড়ে না থাকে, চাই সে ভারী হিসাবে বের হোক, চাই হালকা হিসাবে বের হোক।

অতঃপর শহরের বাসিন্দারা যদি শত্রুর মুকাবিলা করতে না পারে, তবে তার নিকটবর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য হল শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে আসা। এবং সেই সাথে নিজ এলাকাবাসীকে শক্তি সঞ্চয় ও শত্রুর মুকাবিলায় বেরিয়ে আসতে অনুপ্রানিত করা। এমনিভাবে যদি কোনমুসলমানের কাছে এ

freepdfboi.com

সংবাদ পৌছে যে মুসলিম বাহিনীর শক্তি খুবই দুর্বল এবং পরাজিত হওয়ার আশংকা রয়েছে, এমতাবস্থায় সে মুসলিম যদি নির্যাতিত মুসলমানদের যেকোন উপায়ে সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তবেতার উচিৎ তাদের সাহায্যের জন্যে বেরিয়ে পরা। কেননা সকল মুসলমান শত্রুর সামনে একই শরীরের ন্যায় একটি দূর্ভেদ্য শক্তি। এমনিভাবে শত্রু কবলিত অঞ্চলের অধিবাসীরা শত্রুকে পরাস্ত করে বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় তবে এই ফরজ অন্যদের উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে।

অনুরুপভাবে শত্রুরা যদি দারূল ইসলামে আক্রমন করতে উদ্যত হয় এবং সীমান্তের নিকটে চলে আসে যদিও সীমান্ত অতিক্রম না করে তখন ঐ শত্রুকে প্রতিহত করার জন্যে বেরিয়ে পরা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে যায়। যেন আল্লাহর দ্বীন বিজয় লাভ করতে পারে, মুসলিম জাতি বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়, ইসলামী সীমান্ত নিরাপদ থাকে এবং শত্রুরা পরাস্ত হয়।

৫ম কারণঃ সালাফে সালেহীনের পদাংক অনুসরণঃ

জিহাদ আমাদের সকল সালাফে সালেহীনদের সুন্নত ও সাধারন অভ্যাসে পরিনত ছিল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং মুজাহিদদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। এবং সৈন্যদলের মূল অংশের কমান্ড নিজে করতেন। অতএব, যুদ্ধ যখন ভয়ংকর রূপে পরিণত হত এবং সাহাবায়ে কেরাম রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শত্রুর তীর বৃষ্টি ও আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে সারি বেধে দাড়ানোর চেষ্টা করতেন তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শত্রুর একেবারে নিকটে পাওয়া যেত।

রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মোট যুদ্ধের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ টি। যেসকল যুদ্ধে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বশরীরে অংশ নিয়েছেন তার সংখ্যা হচ্ছে ৯ টি অর্থাৎ বদর, উহুদ, মুরাইসী, খন্দক, বনীকোরাইযা, খায়বার, মক্কাবিজয়, হুনাইন, এবং তায়েফের যুদ্ধ।

অবস্থা যদি এ দাড়ায় যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনের মধ্যে ১০ বছরের মদীনা জীবনে ২৭ বার যুদ্ধের ময়দানে বের হন এবং ৪৭ টি সারিয়া (ছোট সৈন্যদল) প্রেরণ করেন। এর দ্বারা ইসলাম ও জিহাদের মাঝে পারস্পরিক গভীর সম্পর্কের কথা এবং জিহাদের প্রয়োজনীয়তাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

যদি হিসাব করা হয় তবে জানা যাবে যে, বেশীর চেয়ে বেশী দুই মাস অন্তর অন্তর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন না কোন সারিয়া পাঠাতেন। অথবা স্বয়ং নিজেই যুদ্ধের জন্যে বের হতেন। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ পদ্ধতির উপরই সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) এর জীবন প্রবাহিত।

ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডের ২৭৫ নং পৃষ্ঠায় লিখেন; হযরত আসরাম আবু ইমরান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত যে, কুসতুনতুনিয়ার অবরোধ কালে জনৈক মুহাজির শত্রুর বুহ্য ভেদ করে

freepdfboi.com

অনেক ভিতরে চলে যায়। আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) আমাদের সাথে ছিলেন, তার সামনে কোন এক ব্যক্তি পর্যলোচনা করলেন যে, সে নিজে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

একথা শ্রবণ করামাত্র হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাদিআল্লাহু আনহু) বলে উঠলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশী জানি। এ আয়াত আমাদের উপর ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছে যখন আমরা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু যুদ্ধ করার পর ইসলামের বিজয় অর্জিত হয় এবং ইসলাম বিস্তার লাভ করে। একদা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকটে বসে আমরা কতিপয় আনসার পরস্পর এ আলোচনা করছিলাম যে, আমাদের কতই না সৌভাগ্য যে! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার রসূলের সংস্পর্শে ধন্য করেছেন। এখন ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ সফলতা লাভের জন্যে আমাদের পরিবার পরিজনকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং নিজেদের ধনরত্ন ও ছেলে সন্তানদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এখন যুদ্ধ খতম হয়েছে এবং আমরা পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরই মাঝে দিনাতিপাত করব। অতঃপর আমাদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে সেসময় এ আয়াত অবতীর্ন হয়।

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজের জীবনকে ধ্বংস ও মুসিবতের দিকে ঠেলে দিও না।" [সুরা আল-বাক্বারাঃ ১৯৫]

মুলতঃ ধ্বংস এটাই ছিল যে, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের মাঝে থেকে যাওয়া এবং জিহাদ ছেড়ে দেয়া। ধ্বংসের অর্থ এটা নয় যে, কোন ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়বে।

হযরত ইকরামা (রাদিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, "যামরাতু বনুল আঈস" অসুস্থতার কারণে মক্কাতে এর জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন আল্লাহ তা'আলা হিজরতের আদেশ করেছেন। একথা শ্রবণ করামাত্রই বলে উঠলেন আমাকে এ অঞ্চল থেকে বের করে অন্যত্র নিয়ে চল। সুতরাং তার জন্য বিশেষ বিছানা করা হল এবং তার উপর তাকে শুইয়ে দেয়া হল, অতঃপর তাকে মক্কা থেকে বের করে বেশী দূরে নেয়া সম্ভব হয়নি। মক্কা হতে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে "তানঈম" নামক স্থানে তার ইন্তেকাল হয়। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) এর আয়াতের মর্মকে কেমন ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এ আয়াত অবতীর্ন হওয়ার পর এর জীবন অতিবাহিত করতে কতইনা অপছন্দ করতেন।

ইমাম তাবারী (রহীমাহুল্লাহ) তার এক নিকটতম বন্ধু থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। যে বন্ধু নিজে স্বচক্ষে মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ নিজের অতিশয় মোটা ও ভারী দেহের অনুপাতে উর্দির অর্ডার দিচ্ছিলেন। তাবরী (রহীমাহুল্লাহ) এর বন্ধু মেকদাদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কি ভাল আছেন তো ? জবাবে মেকদাদ বললেন, অন্য কিছু নয় জিহাদের প্রস্তুতি। তখন তিনি পূনরায় বললেন আল্লাহ তো আপনার এ উজরকে (অতিশয় মোটা দেহ) কবুল করেছেন, তারপরও কেন এ কষ্ট স্বীকার? জবাবে মেকদাদ বললেন যে, আমাদের ঘর থেকে বের হওয়ার আদেশ সূচক আয়াত এসেছে। বের হও, যদিও তুমি হালকা অথবা ভারী।

freepdfboi.com

ইমাম যুহুরী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব যুদ্ধের জন্যে বের হয়েছেন অথচ তার একটি চক্ষু পূর্বেই আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে। তাকে বলা হল, আপনি অক্ষম, আপনি বিশ্রাম করুন, যুদ্ধে বের হওয়ার জন্যে আপনি ছাড়া আরো বহুলোক রয়েছে। জবাবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বললেন, না! আল্লাহ তা'আলা হালকা এবং ভারী প্রত্যেক লোককেই বের হতে বলেছেন। যদি আমি যুদ্ধ করতে সক্ষম না হই তবে মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্প পাহারা দিব। তাও যদি না পারি তবে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা তো বাড়াতে পারব।

এক বর্ণনায় জানা যায় যে, শাম দেশের যুদ্ধে কতিপয় লোক একজন শ্বেত শুশ্রুধারী বয়োবৃদ্ধকে দেখতে পায়। এমনই বৃদ্ধ যে, যার চোখের পাপড়িগুলো ঝুলে আছে চোখের উপর। এমতাবস্থায় লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, চাচাজান, আল্লাহ তো আপনার অক্ষমতাকে কবুল করেছেন। তারপরও কেন আপনি জিহাদের এ অসহনীয় কষ্ট সহ্য করার জন্য বের হয়ছেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, ভাতিজা আল্লাহ আমাদের যুবক-বৃদ্ধ উভয় অবস্থায় বের হওয়ার আদেশ করেছেন। (তাফসীরে কুরতুবী খন্ড-৮, পৃষ্টা-১৫১)

প্রিয় পাঠক সমাজ একটু লক্ষ্য করুন, হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহীমাহুল্লাহ) যখন বার্ধ্যক্যে উপনিত হলেন এবং উপলদ্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, মৃত্যু সন্নিকটে তখন তিনি বললেন আমার ধনুকে তীর লাগিয়ে দাও অতঃপর এমতাবস্থায় তার ইন্তেকাল হয় যে, তীর ধনুক তাঁর হাতে মজবুত ভাবে ধরা ছিল। ইন্তেকালের পর রোমদেশের একটি দ্বীপে তাকে দাফন করা হয়। (তারীখে দামেস্ক, আল্লামা ইবনু আসাকীর, ভলিয়ম ২, পৃষ্ঠা-১৭৯)

পাঠকবৃন্দ, লক্ষ্য করুন আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারকের (রহীমাহুল্লাহ) দিকে, যিনি বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা থাকা সত্বেও ইসলামের ভৌগলিক সীমান্তে জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহের জন্যে দুই হাজার ছয়শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছেন, যার কিছু পথ পায়ে হেঁটে এবং কিছু পথ সওয়ারীর উপর আরোহন করে এসেছেন। (আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারাক, ডঃ মুহসিব থেকে)

যুহায়ের ইবনু কুমাইর আলমার যোবি (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, চলিশ বছর ধরে সাধ জেগেছে গোস্ত খাওয়ার, কিন্তু আমি গোস্ত খাইনা এই জন্যে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি আমার গোস্ত খাওয়ার সাধ আমি রোমের বকরীর দ্বারাই মিটাব। (কিতাবুল মুদারেক, কাজী ইয়াজ থেকে, খন্ড-৩, পৃষ্ঠ-২৪৯)

আহমাদ ইবনু ইসহাক সুলামী (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বাদুসের (রহীমাহুল্লাহ) ঘটনা, যিনি স্পেনের খৃষ্টানদের কাছে মরন জয়ী অকুতোভয় যোদ্ধা হিসাবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং কোন একদিন জনৈক খৃষ্টান তার ঘোড়া কে পানি পান করার জন্য নদীতে নিয়ে গেলে ঘোড়াটি পানি পান না করে নদী থেকে মুখ উঠিয়ে ফেলল। এমতাবস্থায় সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার পানি পান করছ না কেন? পানিতেও কি ইবনু ক্বাদুসের চেহারা ভেসে উঠেছে? যার ভয়ে তুমি পানি পান করা ছেড়ে দিয়েছে? (আলমাশুকু ফিল জিহাদি, পৃঃ-৭৭)

বদরুদ্দীন আম্মারের (রহীমাহুল্লাহ) কাহিনী, যিনি নিজের চাবুকের আঘাতে সিংহকেও বশ করে ফেলতেন। এ বীরত্ব দেখেই মুতানাব্বী তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।

freepdfboi.com

তিনিতো সেই বীর,

যিনি চাবুক দিয়ে সিংহকে করেছেন শেষ।

কিয়ামাত অবধি থাকবে বাকী,

তার এই বীরত্বের লেশ।

শাঈখ মুহাম্মাদ ফারগালীর (রহীমাহুল্লাহ) ঘটনা, যখনি ইংরেজরা জানতে পারত যে, ফারগালী শহরে অবস্থান করেছে তখনি তারা সেনা ছাউনীতে সাইরেন বাজিয়ে বিপদ সংকেত জানিয়ে দিত। তদানিন্তনকালে ইংরেজরা তাকে জীবিত বা মৃত গ্রেফতার করে দেয়ার পুরষ্কার ঘোষনা করেছিল পাঁচ হাজার জুনাইহুন (মিশরীয় টাকা)।

সুইজখালের তীরে বাঁধা ইংরেজ নৌ-বহরে আক্রমনকারী ইউসুফ তাল 'আতকে "ইংরেজ খেকো" নামে অভিহিত করা হতো। অর্থাৎ ইংরেজদের কে গাজর মুলার ন্যায় কর্তনকারী। প্রেসিডেন্ট নাসির তার আমেরিকান মনিবদেরকে খুশি করার জন্যে তাঁকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দিয়ে দেয়।

আহমাদ শাহ মাসুদের মজলিশের এক কর্মী "মুহাম্মদ বানার" এর ঘটনা, তিনি স্বীয় বাহিনী নিয়ে সালাং ঘাটিতে আক্রমন করে শতশত রাশিয়ান গাড়ি কব্জা করেন। রাশিয়ানরা তাকে "জেনারেল মুহাম্মদ বানা" নামে অভিহিত করে।

আব্দুল্লাহ আনাস আমাকে বলেছেন, কোন একদিন কিছু রাশিয়ান তাকে দেখে ফেলে, সাথে সাথে ভয় তরঙ্গে রাশিয়ান সৈন্যদের শরীরে কাঁপন ধরে যায়, যার কারণে অনেকের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে।

বন্ধুরা আমার, এটা হল আমাদের পূর্বসূরীদের সুন্নাত। পৃথিবীর ইতিহাস রচনাকারী, বিশ্ববিজয়ী, দুঃসাহসী ও অকুতোভয় মহানবীর মুজাহিদদের পথ। এপথেই কি আমরা পরিচালনা করব না আমাদের জীবন?

৬ষ্ট কারণঃ সু-দৃঢ় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে দুর্ধর্ষ একটি জানবাজ বাহিনী গঠন করার লক্ষ্যঃ

এ কথাটি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, এ ধরাতে একটি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তেমনি অত্যাবশ্যকীয় যেমনটি হল মানুষের জন্যে পানি ও বাতাসের। আর এ কাংক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা জিহাদের ধ্বনিকে বুলন্দকারী এবং জিহাদী কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ও রণাঙ্গনে রক্তের বন্যা প্রবাহকারী কোন সু-শৃংখল ইসলামী সংগঠন সম্ভব নয়। এবং কোন ইসলামী সংগঠনই জিহাদের পদ্ধতি ব্যতীত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রূপদানের মহান দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম নয়।

freepdfboi.com

সেই ইসলামী সংগঠনের উদাহরণ এমন যার কর্মীদের জিহাদী কার্যক্রম হৃদয় প্রকম্পিতকারী এবং সু-দৃঢ় পরিকল্পনাকারী হবে। অথবা এমন যে, ক্ষুদ্র একটি ইলেক্ট্রিক স্টাটারের ন্যায়, যে নিজের বিন্দু পরিমান বিদ্যুত দিয়ে বড় বড় মর্টার চালাতে সক্ষম।

এই ইসলামী সংগঠন এ বিশাল জাতির প্রাথমিক শক্তি অর্জন করবে এবং পরবর্তিতে তার গভীরে কল্যানের বীজ বপন করবে।

আপনি অবশ্যই জানেন যে, কায়সারের প্রভাব প্রতিপত্তিকে মাটির সাথে একাকারকারী এবং কিসরার সিংহাসনকে ধ্বংসকারী সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সর্বমোট সংখ্যা বর্তমান মুসলিম জাতির তুলনার নিতান্তই কম ছিল।

আমাদেরকে একথা স্বরণ রাখতে হবে যে জিহাদী কার্যক্রমের সূদীর্ঘ পথের পথিকদের অসংখ্য মুসিবতের তিক্ততাকে আস্বাদন করতে হয়। ত্যাগ ও কুরবানী নজরানা পেশ করতে হয়। লাশের স্তুপ মাড়িয়ে নিজের যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। ফলে তাদের হৃদয় পবিত্র হয়ে উদার হয়ে যায়। দুনিয়াবী ছোট খাটো ফাসাদ মিটে যায়। অন্তর থেকে বস্তুর লোভ শেষ হয়ে যায় এবং পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ মিটে যায়।

অতঃপর হৃদয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চমকাতে থাকে এবং কাফেলা নিচু পথ বর্জন করে সু-উচ্চ চূড়ার দিকে যাত্রা শুরম্ন করে। সে উচ্চ চূড়া যার মধ্যে মাটিতো দূরের কথা মাটির গন্ধও নেই এবং বনের ঝাড়-জঙ্গল কিছুই নেই।

আর মনে রাখতে হবে যে, জিহাদের পথে সৎ নেতৃত্বের দ্বারাই একমাত্র সম্মুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ত্যাগ ও দান খয়রাতের মাধ্যমে নিজেদের সুপ্ত যোগ্যতার বিকাশ ঘটে এবং পুরষের পুরুষত্ব ও বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সম্মান নেইকো নাচে গানে,
আছে মর্যাদা বিনিদ্র রজণী ও রণে।

লক্ষ্য বস্তুর উন্নতির ফলে মানুষের দৃষ্টিও ছোট ছোট বস্তু থেকে দূর হয়ে বড় বড় বস্তুর দিকে পরিবর্তন হয় এবং এ বড় বড় কাজের কামনা ও আকাংখাই লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত হয়।

সামাজিকতার চরিত্রও ঠিক পানির মত। যেমনিভাবে আবদ্ধ পানিতে জন্ম নেয় ময়লা দুর্গন্ধ ও রং বেরংয়ের কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গ, নাপাক প্রাণী। অপর দিকে প্রবাহমান পানিতে কোন দুর্গন্ধ থাকেনা। আটকে থাকেনা কোন মৃত প্রাণী। তেমনিভাবে হাত পা গুটিয়ে জড় পদার্থের ন্যায় নীরব থেকে সমাজেও নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়া স্পর্শ করা সম্ভব হবে না। কেননা আন্দোলন, পরিশ্রম, ত্যাগ ও কুরবানীর পথ অতিক্রম ব্যতিত তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

freepdfboi.com

কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনও (রাদিআল্লাহু আনহুম) ইসলামী রাষ্ট্রের সু-মহান দায়িত্ব পালন ও অবিস্মরনীয় ত্যাগ ও কুরবানীর নজরানা পেশ করা ব্যতিত সম্মুখে আসতে পারেননি। তাইতো আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) কে নির্বাচিত করার সময় কোন নির্বাচনের প্রয়োজন পড়েনি বরং জাতি নিজেরাই তার নেতৃত্বের উপর একমত হয়ে যায়। বরং যখনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরমাত্মা জান্নাতে সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলে গেছে তখনি সকলের সন্ধানী দৃষ্টি ময়দানে বিচরণ করতে থাকে এবং মাঠে আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু) এর চেয়ে উত্তম আর কাউকে তাদের দৃষ্টি সন্ধান করে পায়নি তারপরও এ বাস্তব সত্যকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়?

যে জাতি জিহাদ করে তাদেরকে চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং চড়া মূল্যের বিনিময়েই তারা হাতিয়ে নেয় সুমিষ্ট পাকা ফল। যা তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া অত সহজ নয়। কেননা এ ফল লাভের আসায় কত রক্ত আর কত ঘাম ঝড়াতে হয় তার কোন হিসাব থাকেনা। তার মোকাবেলায় সেই "সামরিক বিপ্লব" যা কিনা শুধুমাত্র দূতাবাসের যোগসাজসেই হয়ে থাকে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তারের জন্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে বক্তৃতা বিবৃতির সাহায্য নিতে হয়, এর ভিত্তি তত মজবুত হয় না এবং এ শক্তি খর্ব করাও অতীব সহজতর।

তার হুবহু বিপরীত জিহাদের এ সুদীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রমকারী অকুতোভয় বীরদের নেতৃত্ব। জান্নাতের পথে সফরকারী জিহাদী জাতিকে পথ থেকে দূরে হটিয়ে দেয়া এবং নিজ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বানিয়ে দেয়া অথবা ইসলামী সালতানাতের সিংহাসনকে উল্টিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা অত সহজ নয়। তেমনিভাবে জিহাদের এ মহান কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং সুশৃংখল কাফেলার সদস্যদের মনমগজে সন্দেহের বীজ বপন করাও অত সহজ নয়। তাছাড়া এ কষ্ট ও দুঃখ যাতনার জিহাদী আন্দোলন উম্মতে মুসলিমাকে ঐ চেতনায় উজ্জীবিত করে যে, তারা সকলেই একতাবদ্ধ, নেই তাদের মাঝে কোন ভেদাভেদ, তাদের সকলের সম্মিলিত পরিশ্রমেই অর্জিত হয়েছে এ কাংখিত সফলতা।

আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে ব্যায়কৃত সকল ত্যাগ ও কুরবানীতে সকলেই সমান ভাবে শরীক রয়েছে। সুতরাং এ অনুভূতির সুফল হিসেবে তারা নব প্রতিষ্ঠিত সকল সমাজ তথা রাষ্ট্রের রক্ষক। উম্মতে মুসলিমার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরই জন্ম লাভ করেছে এ ইসলামিক সমাজ তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রবাহিত করতে হয়েছে রক্তের সমুদ্র, এর সাথে সাথে পোহাতে হয় দুঃখ যাতনার ঝড়-তুফান।

এবং জিহাদের এ অক্লান্ত পরিশ্রম উম্মতে মুসলিমার পাক বদন থেকে অলসতা ও অবহেলার ভাবকে শ্রোতের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

freepdfboi.com

৭ম কারণ : পৃথিবীর নিঃস্ব, অসহায়, মজলুমানদের পাশে দাড়ানোর জন্যেঃ

হ্যাঁ ভাই,

ইসলামী জিহাদের সুমহান লক্ষ্যেগুলোর মধ্য হতে মজলুম ও দুর্বল অসহায় মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ করার লক্ষ্যে সহযোগীতা করাও একটি অন্যতম লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

"আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" [সুরা আন-নিসাঃ ৭৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহর প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ এবং অসহায় আবাল বৃদ্ধা-বণিতার জন্যে লড়াই করতে বের হচ্ছ না অথচ তারাতোমাদেরকে চিৎকার করে ডাকছে যেন তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে নির্যাতিত জাতির সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সাহায্য কর এবং তাদেরকে অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার কর।

এ কথার উপর সকল ফোকাহায়ে কেরামগণের ঐক্যমত যে, যদি কোথাও কোন মুসলিম নারী শত্রুর হাতে বন্দি হয় তবে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত্ সকলের উপরও ওয়াজিব হয়ে যায় সেই নারীকে মুক্ত করা।

যদি নাহি থাকে ধর্মীয় চেতনা হৃদয় মাঝে

তবে এসো সম্মানের জন্যে জিহাদের মাঝে,

বলছি তোমায় বন্দি নারীর দোহাই দিয়ে

এসো তুমি তাদেরই আত্ম সম্ভ্রমের দিকে তাকিয়ে।

যদি নাহি কর প্রতিদানের কামনা

তথাপি গণীমতের জন্যে হলেও হও রওয়ানা।

একদা আমি লোগার এলাকাতে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের সাথে ছিলাম, আমরা শত্রু ছাউনিতে আক্রমন করে ফিরছিলাম এমতাবস্থায় একজন মানবহীন বিরান বস্তি থেকে কতিপয় শিশু শ্লোগান দিয়ে আমাদেরকে স্বাগতম জানায় এবং নারীরা হেকমতিয়ারকে আশির্বাদ দেয়ার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

freepdfboi.com

মুসলিম রমণীরা আজি হয়েছে বন্দিনী

গভীর নিদ্রায় অচেতন মুসলিম আজো জাগেনী।

এমন নয়কো দাবী বিধাতা ও ইসলামের

অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের এ পৃথিবীতে আজ সে ইসলাম কোথায়? যার আগমন হয়েছিল এ ধরণীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে।

"আমি সুস্পষ্ট প্রমানাদি দিয়ে পাঠিয়েছি রসূলদেরকে, সাথে দিয়েছি কিতাব ও মীযান, মানুষের মাঝে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা জন্যে।" [সূরা হাদীদ, আয়াত ২৫]

৮ম কারণঃ শাহাদাত এবং জান্নাতের সু-মহান মর্যাদা লাভের কামনায়ঃ

ইমাম আহমদ এবং ইমাম তিরমিযী (রহীমাহুল্লাহ) হযরত মেকদাম (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

অর্থঃ শাহীদগণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সাতটি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।

১। শহীদের শরীর থেকে খুনের প্রথম কণিকা মাটিতে পরার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

২। মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তাঁর জন্যে বরাদ্ধকৃত আসন সে দেখতে পাবে এবং ঈমাদের স্বাদ আস্বাদন করবে।

৩। ৭২টি হুরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে।

৪। কবরের আযাব থেকে নিরাপদে থাকবে।

৫। হাশরের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকবে।

৬। তাঁর মাথায় সম্মানের এমন এক মুকুট রাখা হবে, যে মুকুটের এক একটি ইয়াকুতের মূল্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক।

৭। শাহীদ নিজ বংশধর থেকে ৭০ জন লোককে জান্নাতে নেয়ার সুপারিশ করতে পারবে।

ইমাম বুখারী (রহীমাহুল্লাহ) হযরত আবু হুরাইরা (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি *ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,* "জান্নাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুজাহিদদের জন্যে ১০০ টি সোপান প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং প্রতি দুই সোপানের মাঝে আকাশ ও যমীন সম ব্যবধান। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্যে দোয়া কর"।

freepdfboi.com

৯ম কারণঃ জিহাদ ইজ্জতের রক্ষা কবজঃ

জিহাদ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর ইজ্জতের রক্ষক এবং লাঞ্চনার হাত থেকে রক্ষাকারী। যেমনিভাবে ইমাম আহমাদ (রহীমাহুল্লাহ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) হতে এক সহীহ হাদীসে বর্ননা করেন,

“যখন মানুষ টাকা পয়সা অর্থ কড়ির পিছনে পড়ে যাবে, সম্পদকে ভালবাসতে শুরম্ন করবে এবং সম্পদের মোহে পড়ে অন্ধের ন্যায় নফসের পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উপরএক কঠিন অপমান চাপিয়ে দিবেন। যা থেকে তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিষ্কৃতি দেয়া হবে না, যতক্ষন না তারা তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসে অর্থাৎ জিহাদের দিকে।” [সহীহুল জামি, পৃষ্ঠা- ৬৮৮]

১০ম কারণঃ জিহাদ প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার শেষ তুনীরঃ

জিহাদ উম্মাতে মুসলিমার শৌর্য্য-বির্য্য, প্রভাব-প্রতিপত্তির রক্ষক এবং শত্রুর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নকারী।

“তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই কর। তোমাদের উপর নিজের জীবন ব্যতিত অন্য কারো দায়িত্ব তো নেই ঠিকই তবে মু’মীনদেরকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রানিত কর, হয়তবা এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদের উপর কাফিরদের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া মুসীবত দূর করে দিবেন, মূলত; আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় কষ্টদাতা এবং সবচেয়ে বেশী শিক্ষা দাতা।” [সূরা নিসা, আয়াত ৭৪]

অন্য এক সহীহ হাদীসে ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ (রহীমাহুল্লাহ) হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, রণাঙ্গনে জমায়েত ঘটবে না যুবক ও বৃদ্ধের।

“অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন পৃথিবীর সকল বাতিল শক্তি সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে যেমন ক্ষুধার্তরা দস্তরখান এর উপর ঝাপিয়ে পড়ে।” প্রশ্ন করা হল, “ইয়া রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুব কম হব?” জবাবে বললেন, “না, বরং তোমরা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশী হবে। কিন্তু তোমাদের অন্তরে ‘ওহান’ বিরাজ করবে, যার ফলে তোমাদের ভয় শত্রুর হৃদয় থেকে উঠে যাবে, কেননা তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করতে শুরু করবে।” [সহীহুল জামি, পৃষ্ঠা-৩৫, ভলিয়ম-৮]

১১তম কারণঃ জিহাদ ধ্বংস যজ্ঞ থেকে রক্ষাকারী এবং পৃথিবীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাঃ

জিহাদ হচ্ছে পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার অন্যতম ধারকবাহক এবং ধ্বংস লীলা থেকে রক্ষাকারী। অর্থঃ **“যদি আল্লাহ তা’আলা পৃথিবীতে মানব জাতির এক শক্তিকে অপর শক্তি দ্বারা প্রতিরোধ না করতেন তবে পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত।” [সূরা বাকারা, আয়াত ২৫১]**

freepdfboi.com

১২তম কারণঃ শাস্তি থেকে মুক্তিঃ

জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে রক্ষা করে।

“যদি তোমরা জিহাদের জন্যে বের না হও তবে আল্লাহ তা’আলা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তিতে ফেলে দিবেন এবং তোমাদের স্থলে জিহাদ কারী অন্য আরেকটি জাতি আনয়ন করবেন।” [সূরা আত্ তাওবা, আয়াত-৯২]

১৩তম কারণঃ জিহাদ রিযিক অর্জনের পথঃ

জিহাদ মুসলমানদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধির কারন এবং জিহাদেই নিহিত আছে উম্মাতে মুসলিমার ধন ও প্রাচূর্য্যের গোপন রহস্য।

অর্থঃ- *“আমার রিযিক লেখা আছে আমার বর্শার ছায়াতলে।” এ হাদীস ইমাম আহম্মাদ (রহীমাহুল্লাহ) হযরত ইবনু উমর (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ননা করেন। [সহীহুল জামি, পৃষ্ঠা-২৮২৮]*

১৪তম কারণঃ জিহাদ ইসলামী স্থাপত্বের শীর্ষ চূড়াঃ

হযরত মু’আজ (রাদিআল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এক সহীহ হাদীছে বর্ননা করেন যে, *“জিহাদই হলো ইসলামের শীর্ষ চূড়া।”*

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন জিহাদই উম্মতে মুসলিমার বৈরাগ্যতা

“তোমাদের উপর ওয়াজীব হল জিহাদ করা আর এ জিহাদই হল ইসলামের বৈরাগ্যবাদ।”

এই হাদীছটি “হাসান” হাদীছ এবং ইমাম আহমাদ (রহীমাহুল্লাহ) এই হাদীছটি তার মুসনাদ নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভলিয়মের ৮২ নং পৃষ্ঠায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদিআল্লাহু আনহু) এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

১৫তম কারণঃ জিহাদই সর্বোত্তম ইবাদাতঃ

সর্বোত্তম ইবাদাত সমূহের মধ্য হতে জিহাদ অন্যতম এবং এর মাধ্যমেই একজন মুসলিম মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে।

হযরত ফজল ইবনু যিয়াদ (রহীমাহুল্লাহ) বলেন, একদা আমি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহীমাহুল্লাহ) কে শত্রু সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। শত্রুর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন, এবং কাদোঁ কাদোঁ স্বরে বললেন, এর চেয়ে অধিক উত্তম আর কোন কাজ হতে পারেনা যে, “শত্রুর মোকাবেলা করা হবে”। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে রণাঙ্গনে আগমন

freepdfboi.com

করার চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট আর কোন ইবাদাত নেই। অতঃপর সরাসরি নিজে স্ব-শরীরে রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়া তার চেয়েও উত্তম কাজ।

ঐ সকল মুক্তিপাগল মানুষ যারা শত্রুর সাথে লড়াই করে মূলত তারা ইসলামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত রাখে এবং উম্মাতে মুসলিমাকে হিফাজত করে। পক্ষান্তরে বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের নানাবিধ দুঃখ কষ্ট ও যাতনার কবল থেকে চিরমুক্ত। তথাপিও ভয় তরঙ্গে তাদের জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। তাদের কাছে জীবন ধারনের জন্যে নিজস্ব কোন কর্মসূচী নেই। এবার আপনিই বলুন তাদের মধ্য হতে কার আমল উত্তম?

[আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই ঘুমন্ত জাতিকে তাঁর রাহে জিহাদ করার জন্য জেগে উঠার তৌফিক দান করুন]

পরিবেশনায়ঃ

ইসলামের আলো

freepdfboi.com